# মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী

www.rajshahieducationboard.gov.bd


স্মারক নং- ৬/গম/২৫/২৯ তারিখ: ১১/৪/১৯

বিষয় : <u>এডহক কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত প্রসঙ্গে</u>।

সূত্র : অভিযোগ দাখিলের তারিখ - ১৮/০৩/২০১৯ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, বগুড়া জেলার শাজাহানপুর উপজেলাধীন "লক্ষ্মীকোলা শাহ্ রওশন জালাল উচ্চ বিদ্যালয়" এর দাখিলকৃত এডহক কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ একরাম হোসেনের বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের অভিযোগ দাখিল হয়েছে। উল্লিখিত অভিযোগ বিষয়ে সরেজমিন তদন্ত পূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হ'ল।

সংযুক্ত : অভিযোগের অনুলিপি

চেয়ারম্যানের আদেশক্রমে

(প্রফেসর দেবাশীষ রঞ্জন রায়)
আইডি নং-৮৬০১
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী।
০৭২১-৭৭৫৭৬৮ (অফিস)

উপজেলা নির্বাহী অফিসার,
শাজাহানপুর, বগুড়া ।

SCHOOL_G/Rizaul-_Tudunt/Ovigo _03-peg/274

তারিখঃ ১৫-৬-১৮

বরাবর,
চেয়ারম্যান মহোদয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, রাজশাহী

বিষয়ঃ লক্ষ্মীকোলা শাহ্ রওশন জালাল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিভিন্ন অনিয়ম ও তার একক সিদ্ধান্তে প্রক্রিয়াধিন এডহক কমিটিতে জনাব এ্যাডঃ একরাম হোসেন কে সভাপতি মনোনিত করার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র।

জনাব,

সবিনয় বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা লক্ষ্মীকোলা শাহ্ রওশন জালাল উচ্চ বিদ্যালয় পেরিহাট, শাজাহানপুর, বগুড়া এর অভিভাবকবৃন্দ ও এলাকাবাসী। বর্তমান প্রধান শিক্ষক তথ্য গোপন করে নিয়োগ পেয়েছেন। আমরা জানতে পারলাম যে, সে ব্যক্তিস্বার্থে বর্তমান এডহক কমিটি গঠনের জন্য তাহার পছন্দীয় ব্যক্তি কে সভাপতি মনোনিত করার জন্য চেষ্টা করছেন।

অভিযোগ সমূহঃ

১। এ্যাডঃ একরাম হোসেন রাগী ও বদমেজাজী সকল শিক্ষক কর্মচারীদের কে অকথ্য ভাষায় বকাঝকা করেন।

২। প্রধান শিক্ষকের সকল অন্যায় অপকর্মের প্রশয় দিয়ে থাকেন।

৩। সে পেশায় এ্যাডঃ তাই তিনি বিদ্যালয় নিয়মিত দেখাশুনা ও খোঁজখবর নিতে পারেন না।

৪। ম্যানেজিং কমিটির সদস্য নয় এমন ব্যক্তি জনাব মোঃ একরাম হোসেন (ঠান্ডা) সভাপতির নির্দেশে প্রতিনিয়ত বিদ্যালয়ে এসে সকল শিক্ষক কর্মচারীদের উপর অনাধীকার চর্চা করেন। যার ফলে শিক্ষক কর্মচারীদের ভিতর অসন্তটির সৃষ্টি হয় এবং বিদ্যালয়ের সুপরিবেশ চরম ভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হয়। এবং উক্ত ব্যক্তির সঙ্গে সহকারী শিক্ষকদের মাঝে মধ্যেই ঝগড়া বিবাদ ঘটে।

৫। প্রক্রিয়াধীন এডহক কমিটি গঠনের জন্য এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয়ে বসে আলোচনা সাপেক্ষে এডহক কমিটি গঠন করার জন্য অনুরোধ জানানো হলেও সে তা কর্ণপাত করেন না।

৬। সভাপতি কথায় কথায় শিক্ষক কর্মচারীদেরকে সাচপেন্ড করার হুমকি দেন তাই শিক্ষক কর্মচারীরা আতঙ্কে থাকে এবং মানসিক ভাবে বির্পযয় গ্রস্থ হন ও যাহার ফলে লেখাপড়া ও উক্ত বিদ্যালয়ের পরিবেশের উপর প্রভাব পরে।

৭। সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক কর্মচারীগণকে চাপে রাখার জন্য প্রত্যেকে যতেষ্ট কারণ ছাড়াই একাধিকবার শোকজ করেন। যাহা সম্পূর্ণ অন্যায় অবিচার ও শিক্ষকজাতির কলংকস্বরুপ।

৮। গত ম্যানিজিং কমিটির নির্বাচনের মনোনয় ফরম এর মূল্য ৮,০০০/- (আট হাজার টাকা) নির্ধারণ করায় এলাকার গরীব অভিভাবক তাহা ক্রয় করতে পারেন নি। এই মূল্য নির্ধারণ নিয়ে বিদ্যালয়ে সকল অভিভাবক প্রধান শিক্ষক ও কমিটির সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করেন। অথচ আগের নির্বাচনে মনোনয়ন ফরমের মূল্য ছিলো ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা মাত্র।

৯। গত নিয়মিত কমিটির অভিভাবক সদস্য জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ মন্ডল প্রধান শিক্ষকের নিকট বিদ্যালয়ের বিভিন্ন আর্থিক বিষয়ের হিসাব নিতে চান কিন্তু প্রধান শিক্ষক হিসাব দিতে তালবাহানা করেন ও দেন না।

১০। প্রধান শিক্ষক তার পক্ষের লোকজন নিয়ে প্রতিনিয়ত রাজনীতি করেন। যার ফলে এলাকার মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি হয় যা আগামীতে শিক্ষার্থী সংকটের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

১১। প্রধান শিক্ষক মাঝে মধ্যেই বিদ্যালয়ে উপস্থিত না থেকেও পরের দিন হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে থাকেন।

অতএব, মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন এই যে, উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে, সঠিক তদন্ত সাপেক্ষে প্রধান শিক্ষকের সকল অন্যায়ের সহযোগি ব্যক্তি এ্যাডঃ একরাম হোসেনকে এডহক কমিটির সভাপতি মনোনয়ন না দিয়ে বিদ্যালয়ের সুষ্ঠ পরিবেশ ও শিক্ষক কর্মচারীদের স্বাভাবিক ভাবে বিদ্যালয়ে পাঠদানের সুযোগ সৃষ্টি করিতে এবং প্রধান শিক্ষক এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আপনার নিকট সুদৃষ্টি কামনা করছি।

নিবেদক
এলাকাবাসীর পক্ষে

মোঃ হাসিবুর রহমান
লক্ষ্মীকোলা, শাজাহানপুর, বগুড়া।
মোবাইল নংঃ ০১৭১৩-৯৩৯০৪২